কারিগরি শিক্ষাই হবে দেশের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার-শিক্ষামন্ত্রী

ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

শিক্ষামন্ত্রী নুর"ল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, অচিরেই কারিগরি শিক্ষা হবে দেশের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। কারিগরি শিক্ষা ছাড়া পৃথিবীতে কোন জাতি উন্নতি করতে পারেনি। বিশাল জনসংখ্যার এ দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সবাইকে প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জন করতেই হবে।

শিক্ষামন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আয়োজিত দেশের কারিগরি শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত দেশ সেরা বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প নিয়ে অনুষ্ঠিত 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭'এর চূড়ান্ড়পর্বের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই মন্ড়ব্য করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে যে জাতি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যত বেশী উন্নত অর্থনৈতিকভাবেও সে জাতি তত বেশী এগিয়ে। তাই বর্তমান সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে অধিক গুর"ত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা হওয়া উচিৎ দক্ষতানির্ভর। কারন দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে শিক্ষা নিয়ে অনেককেই বেকারত্বের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সাথে সাথে পরিবারও বেকারত্বের এ যন্ত্রণা ভোগ করে। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে আর এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছে। দক্ষতার প্রসারের জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, দক্ষতানির্ভর কারিগরি শিক্ষাই কেবল পারে দেশকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করে নির্ধারিত সময়ে মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্ড়র করতে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং কারিগরি শিক্ষাকে আধুনিকায়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এরই মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ১৪% এর অধিক ভর্তি হার নিশ্চিত করেছে। সরকার এই হার ২০২০ সালের মধ্যে ২০% ও ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% করার জন্য নিরন্ড়র কাজ করে যাচ্ছে। চুড়ান্ত লক্ষ্য এই হার ৬০% এ উন্নীত করা । এ লক্ষ্য বাস্ড়বায়নে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার। মন্ত্রী বলেন, যদি আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা পেতে চাই তবে আমাদের ছেলে-মেয়েদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্ড়বায়নাধীন 'স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিংএনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (স্টেপ)' ২০১৪ সাল থেকে ডিপেণ্ডামা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম জাকির হোসেন ভূঞা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস, বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অপারেসন্স অফিসার ড. মো. মোখলেছুর রহমান এবং স্টেপ প্রকল্প পরিচালক এ বিএম আজাদ।

জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী ৫২টি স্টল মন্ত্রী ঘুরে দেখেন। পরে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী হোপ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা; ২য় স্থান অর্জনকারী মডেল ইনস্টিটিউট অব্ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি,গাজীপুর এবং ৩য় স্থান অর্জনকারী খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনুস্টটিউটের শিক্ষার্থীদের হাতে ল্যাপটপ ও ক্রেস্ট তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী।

এর আগে সকালে এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বঙ্গবন্ধু আন্ড়র্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে শুর" হয়ে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), মো. আবুল কালাম আজাদ র‌্যালির উদ্বোধন করেন।